আধুনিক পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম চাষ

ডঃ সামশুল হক আনসারী

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
গয়েশপুর, নদীয়া- ৭৪১২৩৪

বর্তমানে ক্যাপসিকাম একটি অত্যন্ত লাভজনক ফসল। দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে চাষের এলাকাও বাড়ছে। ক্যাপসিকাম এখন সব বাজারেই বিক্রী হয়। এর পুষ্টিগুনও যথেষ্ট। বিভিন্ন খাদ্যরসনার স্বাদ ও গন্ধ বাড়াতে এর তুলনা নেই।

মাটি: জল নিকাশী যুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি ক্যাপসিকাম চাষের আদর্শ। মাটির pH মাত্রা হওয়া উচিত ৫.৫-৬.৮ এর মধ্যে।

আবহাওয়া:

ফুল আসার সময় দিনের তাপমাত্রা ২৬-২৮ ডিগ্রী এবং রাতের তাপমাত্রা ১৬-১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলে ভালো। রাতের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রীর নীচে হলে গাছের বৃদ্ধি ও ফল ধরা কমে যায়। আবার গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রীর উপর হলে ফল ধারন ক্ষমতা কমে যায় এবং ফলের আকার ছোট হয়।

জাত নির্বাচন:

উন্নত জাত - ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার, ইয়েলো ওয়ান্ডার, চাইনিজ জায়েন্ট, হাম্বার্স, কিং অফ নর্থ, ইত্যাদি হাইব্রীড জাত- ভারত, পুসা দিপ্তী, বিটলিবেল, কানাপে, ওসির, ইন্দিরা, ম্যানহাটন, রতন, অ্যটলাস, কেডিবেল, ভ্যান্ডর, গ্রীন গোল্ড, সুইট ব্যানানা, এম. সি. পি. এইচ ১১, নাথহীরা, ইত্যাদি

রঙীন জাত- ইয়েলো ওয়ান্ডার, নিকিতা, আর্য্য, আয়েষা, ইত্যাদি

বীজতলা তৈরী: পর্যাপ্ত আলো বাতাস যুক্ত, জল নিকাশী ব্যাবস্থা সম্পন্ন উঁচু জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। বীজতলার মাটি দেড়- দু'ফুট গভীর কুপিয়ে- ৪-৫ দিন রোদ খাওয়াতে হবে। এরপর বার বার কুপিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে এবং ৪-৫ কেজি গোবরসার বা ১ কেজি কেঁচো সার প্রতি বর্গ মিটার হারে প্রয়োগ করতে হবে।

বীজতলার মাটি শোধন: উদ্যেশ্যঃ ক্ষতিকর জীবানু (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, কৃমি ইত্যাদি) দমন করা।

শোধন পদ্ধতিঃ

১) ফরমালিন দিয়েঃ ৬ মিলি ফরমালিন (৪০%) প্রতি লিটার জলে গুলে মাটি ভিজিয়ে পলিথিন কভার দিয়ে ৫ দিন রাখতে হবে।

২) ছত্রাক নাশক দিয়েঃ ক্যাপটান বা ব্যাভিষ্টিন @ ২-৩ গ্রাম/লি. জলে গুলে মাটি ভিজিয়ে পলিথিন কভার দিয়ে ৫ দিন রাখতে হবে।

বীজ শোধন :

ক্যাপটান/বেভিষ্টিন @ ২-৩ গ্রাম/কেজি বীজ বা ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ৪ গ্রাম/কেজি বীজ হারে মাখিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

শোধন করা বীজ ৫-৭ সেমি দুরে সারি করে বুনতে হবে। বোনার পর শুকনো গুঁড়ো গোবর সার বা হালকা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলাতে ঝাঁঝরি দিয়ে জল দিতে হবে। জলদি চারা করতে হলে পলিথিনের ছাউনির মধ্যে চারা তৈরী করতে হবে।

বীজের হার: সাধারন জাত- ৬০-৭৫ গ্রাম প্রতি বিঘা। হাইব্রীড জাত- ৪০-৫০ গ্রাম প্রতি বিঘা।

বীজ বোনার সময়: আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ।

চারা রোপন:

২৫-৩০ দিনের সতেজ চারা মুল জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়। রোপনের দুরত্ব: ২ ফুট X ১.৫ ফুট

আচ্ছাদন দেওয়া: ক্যাপসিকাম গাছের চারপাশে খড় বা পলিথিনের সিট দিয়ে মাটির উপর আচ্ছাদন বা মালচিং দিলে মাটিতে জল সংরক্ষণ করে জলের প্রয়োজনীয়তা কমায়, আগাছা নিয়ন্ত্রন করে, মাটির তাপমাত্রা বজায় রেখে গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং রোগ পোকার আক্রমণ কমায়।

সার প্রয়োগ: জৈব সার- বিঘা প্রতি ১০-১২ কুইন্ট্যাল গোবর সার বা, ৩-৪ কুইন্ট্যাল কেঁচো সার প্রয়োগ করতে হবে।

রাসায়নিক সার- সাধারন জাতের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট এবং ১৮ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ এবং হাইব্রীড জাতের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৬০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট এবং ২৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ প্রয়োগ করা দরকার। অর্ধেক নাইট্রোজেন, পুরো ফসফেট ও পটাশ সার মূল জমি তৈরীর সময় এবং বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন সমান দু ভাগে ৩০ দিন ও ৬০ দিনের মাথায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম চাপানে বিঘা প্রতি ৩০ কেজি সরষের খোল দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। জমিতে আচ্ছাদন বা মালচিং দেওয়া থাকলে চাপান সার মাটিতে প্রয়োগ করার দরকার নেই। সেক্ষেত্রে গাছের পাতায় ১৯:১৯:১৯ (এন,পি,কে) লিটার প্রতি ৫-৬ গ্রাম হারে সরাসরি ১৫-২০ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

অনুখাদ্য প্রয়োগ: ফুল ও ফল আসার সময় অনুখাদ্য মিশ্রন (জিঙ্ক, বোরন, কপার, মলিবডিনাম) দু' বার প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি পায়। ঘাটতি যুক্ত মাটিতে বিঘা প্রতি ১.৫-২ কেজি সালফার, ৩ কেজি জিঙ্ক সালফেট, ১.৫ কেজি বোরাক্স, ৭০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট জৈব সারের সাথে মিশিয়ে জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করা দরকার।

সেচ প্রয়োগ:

আবহাওয়া অনুযায়ী ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার। গাছে ফুল ও ফল আসার সময় অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা: চারা বসানোর আগে আগাছানাশক হিসাবে ফ্লুক্লোরালিন @ ১-১.৫ কেজি/ বিঘা হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। চারা লাগানোর প্রথম দু মাসের মধ্যে ২-৩ টি নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিস্কার করা দরকার। প্রথম চাপানের সময় গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। ক্যাপসিকাম গাছের কান্ড দুর্বল হওয়ায় গাছকে সোজা রাখার জন্য প্রতিটি গাছের সাথে বাঁশের খুঁটি দিয়ে বাঁধতে হবে। ফলের আকার ও ফলন বৃদ্ধির জন্য প্রথম দিকের কিছু মুকুল ঝরিয়ে দেওয়া দরকার। অতিরিক্ত ফুল ও ফল ঝরা প্রতিরোধ করার জন্য প্লানোফিক্স @ ১ মিলি/ ৫ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

ফসল তোলা ও ফলন:

চারা বসানোর ২ মাস পর থেকে ক্যাপসিকামের ফলন শুরু হয় এবং পরবর্তী ১.৫-২ মাস ফল পাওয়া যায়। ফল সাবধানে তুলতে হয় যাতে ডাল না ভাঙে।

ফলন: সাধারন জাত- ১৫-২০ কুইন্ট্যাল প্রতি বিঘা। হাইব্রীড জাত- ৪০-৫০ কুইন্ট্যাল প্রতি বিঘা।

সংরক্ষণ:

মাঠ থেকে তুলে ফলকে প্রথমে ছায়াতে রাখতে হবে। পরে বরফ জলে ঠান্ডা করে প্লাস্টিক ক্রেটে বা কাঠের বাক্সে বাজার জাত করতে হবে। হিমঘরে ফলকে ৭-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৯০-৯৫ % আর্দ্রতায় ১৮-২০ দিন এবং শুন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৯৫-৯৮ % আর্দ্রতায় ৪০ দিন পর্যন্ত তাজা রাখা যায়।

নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ও

ডঃ সামশুল হক আনসারী

বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান কর্তৃক প্রচারিত

যোগাযোগঃ নদীয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
ফোনঃ 033-25891271
email:nadiakvk@gmail.com
www.nadiakvk.org.in
Nadia Krishi Vigyan Kendra

মুদ্রণঃ Alonso Consultancy Services private Limited